করেছেন"।

সুবন্ধু ঃ ত্রয়ী গদ্যশিল্পীর অন্যতম সুবন্ধু বাসবদত্তার রচয়িতা। দণ্ডীর ন্যায় সুবন্ধুর জীবনচরিতও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কিংবদন্তী অনুসারে সুবন্ধু ছিলেন কাশ্মীরনিবাসী ব্রাহ্মণ। বাণভট্ট (৭ম শঃ), বাক্‌পতিরাজ (৮ম শঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখকের উল্লিখিত প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা যায় তিনি ৫ম-৭ম শতকের কোনও সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। পতঞ্জলি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী নামক তিনটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য উক্ত বাসবদত্তা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ নয়। বাণভট্ট হর্ষচরিতের ভূমিকায় বলেছেন বাসবদত্তা গ্রন্থরচনার ফলে সকল কবির দর্প নাশ হয়েছে[১০] এবং কাদম্বরীর ভূমিকায় কাদম্বরীকে 'অতিদ্বয়ী কথা' বলেছেন[১১] অর্থাৎ কাদম্বরী কাব্যটি পূর্ববর্তী দুটি কথাকাব্যকে আপন গুণে পরাস্ত করেছে। টীকাকার ভানুদত্তের (১৬শ শঃ) মতে বাণকথিত কথাকাব্যদ্বয় হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা। হর্ষচরিতে (১।১৬) ভাসরচিত বাসবদত্তা নাটকের প্রশংসা করা হয়েছে; সুতরাং ঐ হর্ষচরিতের অন্যত্র (১।১২) বাসবদত্তার উল্লেখ করায় বোঝা গেল আলোচ্য গ্রন্থটি নাটক নয় এবং অনুমান বাণ সুবন্ধুর বাসবদত্তা কথাকাব্যের প্রসঙ্গেই এই উক্তি করেছেন, কারণ হর্ষচরিত ও কাদম্বরীতে সুবন্ধুর রচনাশৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুবন্ধু আপন গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলেছেন যে বিক্রমাদিত্যের প্রয়াণের পর সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা বিলুপ্ত হয়েছে[১২]। একমতে এই বিক্রমাদিত্য হলেন রাজা যশোধর্মা, যিনি হূণরাজ মিহিরকুলকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেন; ভাণ্ডারকারের মতে ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৬০-৮০ খ্রী.)। বাসবদত্তা গ্রন্থে ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর এবং বৌদ্ধসঙ্গত্যলঙ্কার নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়[১৩]। বাক্‌পতিরাজের

Scanned with CamScanner

(৭ম শঃ) গউড়বহো কাব্যের ভূমিকায় ভাস, কালিদাস ও হরিচন্দ্রের সঙ্গে সুবন্ধুর নাম পাওয়া যায়। ৮ম শতকের শিলালেখে সুবন্ধুর রচনারীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বামন কাব্যালঙ্কারে বাসবদত্তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন[১৫]। ১১৬৮ খ্রীস্টাব্দের একটি কন্নড লিপিতে সুবন্ধুর নাম উল্লিখিত। কবিরাজরচিত (১২শ শঃ) রাঘবপাণ্ডবীয় (১।৪৩) এবং মঙ্খরচিত (১২শ শঃ) শ্রীকণ্ঠচরিত (২।৫৩) মহাকাব্যদ্বয়ে সুবন্ধুর সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

Scanned with CamScanner

সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তা শ্লেষপ্রধান কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু এবং কুসুমপুরাধিপতি শৃঙ্গারশেখরের কন্যা বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। সুন্দরী রাজকন্যা বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখে কন্দর্পকেতু বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে তার অন্বেষণে বের হন। বাসবদত্তাও এক অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমারের স্বপ্ন দেখে সখী তমালিকার কাছে তা ব্যক্ত করেন। বিন্ধ্যপর্বতের এক অরণ্যে শুকশারীর কথোপকথন থেকে কন্দর্পকেতু জানতে পারেন যে, বাসবদত্তার পিতা কোন এক বিদ্যাধর-রাজকুমারের হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন। একথা শুনে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে নিয়ে পলায়ন করেন এবং অরণ্যে রাত্রি অতিবাহিত করেন। সকালে বাসবদত্তা ফলমূল সংগ্রহের জন্য যান। তাঁকে লাভ করার জন্য দুই কিরাতসৈন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ

Scanned with CamScanner

করে। ঋষির আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ায় ঋষি বাসবদত্তাকে অভিশাপ দেন। বাসবদত্তা পাষাণে পরিণত হন। বাসবদত্তাকে না পেয়ে কন্দর্পকেতু আত্মত্যাগে উদ্যত হলে দৈববাণী হয় যে—হারাণো প্রিয়ার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হবে। কন্দর্পকেতু বনপথে ঘুরতে ঘুরতে প্রেয়সীর অনুরূপ শিলামূর্তি দেখে তা স্পর্শ করা মাত্রই পাষাণী মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে। উভয়ের মিলন হয়। সংক্ষেপে এটাই বাসবদত্তার কাহিনী। গ্রন্থের আখ্যানভাগ নগণ্য হলেও কবির রচনার গুণে তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রচনার মধ্যে নিহিত আছে কবির বহুশাস্ত্রে পারঙ্গমতার নিদর্শন। কথালাপের ক্ষেত্রেও সরল বাগ্‌ভঙ্গী প্রশংসনীয়। তবে চরিত্রচিত্রণে ও পরিহাস পরিপাটিতে কবির দৈন্য স্পষ্ট। শ্লেষ, বিরোধাভাস অলংকারের বাহুল্য এবং সমাসবদ্ধ পদের সন্নিবেশ অনেক সময় ভাবপ্রতীতির পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner